

আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

### রুকু ৮

(১)ওই দিনগুলোতে আবার অনেক লোকের ভিড় হলো। এই লোকদের কাছে কোনো খাবার ছিলো না বলে তিনি তাঁর হাওয়ারিদেরকে ডেকে বললেন- (২)“এই লোকদের জন্য আমার মমতা হচ্ছে, কারণ আজ তিন দিন এরা আমার সাথে সাথে আছে আর এদের কাছে কোনো খাবার নেই। (৩)যদি আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় এদের বাড়ি পাঠিয়ে দেই, তাহলে এরা পথেই অজ্ঞান হয়ে পড়বে; এদের মধ্যে অনেকেই অনেক দূর থেকে এসেছে।”

(৪)হাওয়ারিরা তাঁকে বললেন, “এই নির্জন জায়গায় কে কোথা থেকে এতো রুটি দিয়ে এই লোকদের খাওয়াবে?” (৫)তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের কাছে ক’টি রুটি আছে?” তারা বললেন, “সাতটি।” (৬)তখন তিনি লোকদের মাটির ওপর বসতে হুকুম দিলেন। তারপর সেই সাতটি রুটি নিয়ে শুকরিয়া জানিয়ে ভাঙলেন এবং লোকদের দেবার জন্য তাঁর উম্মতদের হাতে দিলেন আর তারা তা লোকদের ভাগ করে দিলেন।

(৭)তাদের কাছে কয়েকটি ছোটো মাছও ছিলো। তিনি আল্লাহকে শুকরিয়া জানিয়ে তা লোকদের মাঝে ভাগ করে দিতে বললেন। (৮)তারা খেয়ে তৃপ্ত হলো। তারা পড়ে থাকা ভাঙা টুকরোগুলো দিয়ে সাতটি ঝুড়ি পূর্ণ করলেন। (৯)সেখানে প্রায় চার হাজার লোক ছিলো। তিনি তাদের বিদায় দিলেন এবং (১০)তখনই হাওয়ারিদের সাথে একটি নৌকায় উঠে দন্মনুথা এলাকায় গেলেন।

(১১)ফরিসিরা বেরিয়ে এসে তাঁর সাথে তর্ক করতে লাগলেন এবং তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে বেহেস্ত থেকে একটি মোজেজা দেখতে চাইলেন। (১২)তিনি আত্মায় গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “এ-কালের লোকেরা কেনো চিহ্ন হিসেবে মোজেজার খোঁজ করে? আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, কোনো চিহ্ন বা মোজেজাই এদের দেখানো হবে না।”

(১৩)তিনি তাদের ছেড়ে আবার নৌকায় উঠে লেকের অন্য পাড়ে গেলেন। (১৪)আর তারা সাথে করে রুটি নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। নৌকার মধ্যে তাদের কাছে মাত্র একটি রুটি ছিলো।

(১৫)তিনি একথা বলে তাদের আদেশ করলেন, “তোমরা সতর্ক থাকো- হেরোদ ও ফরিসিদের খামি থেকে সাবধান হও।” (১৬)এতে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “আমাদের কাছে রুটি নেই বলে উনি একথা বলছেন।”

(১৭)কিন্তু হযরত ইসা আ. বিষয়টি বুঝতে পেরে তাদের বললেন, “তোমরা কেনো বলছো যে, তোমাদের কাছে রুটি নেই? তোমরা কি এখনো অনুভব করতে কিংবা বুঝতে পারোনি? তোমাদের হৃদয় কি কঠিন হয়ে গেছে? চোখ থাকতেও কি তোমরা দেখতে পাও না? (১৮)কান থাকতেও কি শুনতে পাও না?”

(১৯)তোমাদের কি মনে নেই? যখন আমি পাঁচ হাজার লোকের জন্য পাঁচটি রুটি ভেঙেছিলাম, তখন ভাঙা রুটির টুকরো দিয়ে তোমরা কতোটি ঝুড়ি পূর্ণ করেছিলে?” উত্তরে তারা বললেন, “বারোটি”।

(২০)“এবং যখন চার হাজার লোকের জন্য সাতটি রুটি ভেঙেছিলাম, তখন ভাঙা রুটির টুকরো দিয়ে তোমরা কতোটি ঝুড়ি পূর্ণ করেছিলে?” তারা তাঁকে বললেন, “সাতটি”। (২১)তারপর তিনি তাদের বললেন, “তাহলে তোমরা কি এখনো বুঝতে পারেনি?”

(২২)অতঃপর তারা বেতসাইদা গ্রামে গেলেন। লোকেরা একজন অন্ধকে তাঁর কাছে নিয়ে এসে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো, যেনো তিনি তাকে স্পর্শ করেন। (২৩)তিনি সেই অন্ধের হাত ধরে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন, তার চোখে থুথু দিলেন এবং তার গায়ে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছে?” (২৪)তাকিয়ে দেখে সে বললো, “আমি মানুষ দেখতে পাচ্ছি; তারা দেখতে গাছের মতো কিন্তু হেঁটে বেড়াচ্ছে।” (২৫)তখন হযরত ইসা আ. আবার লোকটির চোখের ওপর হাত রাখলেন। এতে তার চোখ খুলে গেলো এবং সে দেখার শক্তি ফিরে পেলো। সে পরিষ্কারভাবে সবকিছু দেখতে লাগলো। (২৬)পরে তিনি তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার সময় বললেন, “এই গ্রামে যেয়ো না।”

(২৭)হযরত ইসা আ. ও তাঁর হাওয়ারিরা কৈসরিয়া-ফিলিপি শহরের আশেপাশের গ্রামগুলোতে গেলেন। যাবার পথে তিনি তাঁর হাওয়ারিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমি কে, এ-ব্যাপারে লোকে কী বলে?” (২৮)তারা তাঁকে উত্তর দিলেন, “কেউ কেউ বলে, আপনি হযরত ইয়াহিয়া আ.; কেউ কেউ বলে, হযরত ইলিয়াস আ.; আবার কেউ কেউ বলে, আপনি নবিদের মধ্যে একজন।” (২৯)তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “কিন্তু তোমরা কী বলে, আমি কে?” হযরত সাফওয়ান রা. উত্তর দিলেন, “আপনিই সেই মসিহ।” (৩০)তিনি তাদের সাবধান করে দিলেন, যেনো তারা তাঁর সম্বন্ধে কাউকে কিছু না বলেন।

(৩১)অতঃপর তিনি তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন যে, ইবনুল-ইনসানকে অবশ্যই অনেক দুঃখভোগ করতে হবে। বুজুর্গরা, প্রধান ইমামেরা এবং আলিমরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবেন। তাঁকে মেরে ফেলা হবে এবং তিন দিন পর তাঁকে মৃত থেকে আবার জীবিত হয়ে উঠতে হবে। এসবকিছু তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন।

(৩২)তখন হযরত সাফওয়ান রা. তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। (৩৩)কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে হাওয়ারিদের দিকে তাকালেন এবং হযরত সাফওয়ান রা.কে ধমক দিয়ে বললেন, “আমার কাছ থেকে দূর হও শয়তান! আল্লাহর যা তা তুমি ভাবছো না কিন্তু মানুষের যা তা-ই তুমি ভাবছো।”

(৩৪)অতঃপর তিনি হাওয়ারিদেরসহ অন্য লোকদেরকে নিজের কাছে ডেকে বললেন, “যদি কেউ আমার অনুসারী হতে চায়, তাহলে সে নিজেকে অস্বীকার করুক এবং নিজের সলিব বহন করে আমাকে অনুসরণ করুক। (৩৫)কারণ যে-ব্যক্তি তার নিজের জীবন রক্ষা করতে চায়, সে তা হারাতে কিন্তু যে আমার জন্য এবং ইঞ্জিলের জন্য নিজের জীবন কোরবানি দেয়, তার জীবন রক্ষা পাবে। (৩৬)কেউ যদি গোটা দুনিয়া লাভ করেও তার জীবন হারায়, তাহলে তার কী লাভ হলো? (৩৭)আসলে, জীবন ফিরে পাবার জন্য মানুষ কী দিতে পারে?”

(৩৮)এ-কালের জিনাকারী ও গুনাহগারদের মধ্যে কেউ যদি আমাকে ও আমার শিক্ষা নিয়ে লজ্জাবোধ করে, তাহলে ইবনুল-ইনসান যখন পবিত্র ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে তাঁর প্রতিপালকের মহিমায় আসবেন, তখন তিনিও সেই লোকের সম্বন্ধে লজ্জাবোধ করবেন।”